323

তারের কাগজ

তারিখ ...FEB 28 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম 7 .....

মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক স্থাপন আবশ্যক

বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নেও বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অর্ধেক কৃষি থেকে আসে। জাতীয় আয়ে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মিলিত অবদান ১৫% এরও কম। ঘনবসতিপূর্ণ অধিক জনসংখ্যার এ দরিদ্রপীড়িত দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া উপায় নেই। শিল্প অগ্রগতির জন্য কারিগরি প্রযুক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তির বিপুল প্রয়োজন রয়েছে। অথচ বাংলাদেশে কারিগরি প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তির তীব্র অভাব রয়েছে। দুঃখজনক যে, বিগত দুই দশকে প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারসমূহ পলিটেকনিক, মেডিকেল কলেজ, কারিগরি স্কুল স্থাপনে সীমাহীন অবহেলা করেছে। সাময়িক বাহবা অর্জনের জন্য কেরানি তৈরির সাধারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্থাপনের বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা জোরালোভাবে বজায় রয়েছে। বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ভাতার ৮০% সরকারই পরিশোধ করেন।

সরকারি অর্থ প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষায় আরো অধিক মাত্রায় ব্যয় করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ালেও সরকার জাতীয় স্বার্থকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে প্রতীয়মান হয় না। যে সকল জেলায় কোনো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নেই সে সকল জেলায় একটি করে ইনস্টিটিউট স্থাপন আরো পূর্বেই প্রয়োজন ছিল। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য গ্রামমুখী প্রাক-গ্রাজুয়েট এলএমএফ চিকিৎসকের খুবই দরকার। উচ্চ শিক্ষিত এমবিবিএস ডাক্তারগণ গ্রামে থেকে পল্লীর দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসা করতে মোটেই আগ্রহী নন। যে সকল জেলাতে মেডিকেল কলেজ নেই সেগুলোতে এলএমএফ পর্যায়ের ডাক্তার গড়ার জন্য মেডিকেল কলেজ স্থাপন অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া রাজধানী ঢাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে নব্বই লাখ অতিক্রম করেছে। এ বিপুল জনসংখ্যার জন্য আরো কিছু পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং এলএমএফ চিকিৎসক গড়ার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করাও খুব প্রয়োজন।

বর্তমান সরকারের কাছে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে জাতীয় স্বার্থে প্রতিজেলায় একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, একটি মেডিকেল কলেজ এবং ঢাকা মহানগরেও কয়েকটি পলিটেকনিক এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করছি।

মোঃ আকতার হোসেন
বাসাবো, ঢাকা।